কমিশন কর্তৃক ১৮/০১/১২ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মতিঝিল (ডিএমপি) থানা মামলা নং-৭২, তাং-২৯/০৭/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ বেনজীর আহম্মদ, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার, আদমজী সন্স লিঃ, ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (২) জনাব কান্তিলাল চক্রবর্তী, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার(বরখাস্তকৃত), আদমজী সন্স লিঃ, ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (৩) জনাব মোঃ ফেরদৌস বেগ, ম্যানেজার (হিসাব) বরখাস্ত, আদমজী সন্স লিঃ, ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (৪) জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, এ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার (বরখাস্তকৃত), আদমজী সন্স লিঃ, ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	তথ্য গোপন, জালিয়াতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে পরস্পর যোগসাজশে আদমজী সন্স লিঃ এর ৮১,০৮,৭৪৩/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	তদন্তে দেখা যায়, গত ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩১/১২/২০১০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে এজাহারনামীয় আসামী (১) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জি এম, (২) জনাব কান্তিলাল চক্রবর্তী, ডিজিএম, (৩) জনাব মোঃ ফেরদৌস বেগ, ব্যবস্থাপক (হিসাব) এবং (৪) জনাব মোঃ আঃ মতিন, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব) পরস্পর যোজসাজশে কর্তৃপক্ষের অগোচরে ও অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে এবং অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে (৭টি অর্থ বছরে) জমা ভাউচারের মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা, জনতা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস, ঢাকার আদমজী সন্স লিঃ এর ব্যাংক হিসাবে জমা করেন (৫৭১টি ভাউচারের মাধ্যমে ৫,১০,৫৫,৯৬১/৫৩ টাকা) এবং ৬৪৩টি চেকের মাধ্যমে ৫,৫৬,৬৪,১৪৯/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাত করেন। মামলা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও হস্তলিপি বিশারদের বক্তব্যে এজাহারনামীয় আসামীগণের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজসে কর্তৃপক্ষের অগোচরে ও অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে এবং অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে আদমজী সন্স লিঃ ঢাকার বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব হতে সর্বমোট ৫,৫৫,৯২,১৪৯/-টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	বছর ভিত্তিক ৭টি চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মতিঝিল(ডিএমপি) থানা মামলা নং-৬১, তাং-২২/০৩/২০১১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	সৈয়দ তাহসিনুল হক, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), বিআইডব্লিটিএ এবং সাবেক প্রকল্প পরিচালক গুরুত্বপূর্ণ ৪টি নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, (২) জনাব এস এম মাসুকুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী (ড্রেজিং) বিআইডব্লিটিএ, (৩) জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান ভূঞা, সহকারী প্রকৌশলী, (৪) জনাব রোমান হোসেন, এস এ ই, (৫) জনাব মোঃ শেখ আল আবেদীন, পার্টনার ইনচার্জ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামীগণ এবং সাবেক প্রকল্প পরিচালক, গুরুত্বপূর্ণ ৪টি নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন রাজবাড়ী জেলার দৌলতদিয়াস্থ মোহনপুর-দৈখাওয়া নৌপথের ড্রেজিং কাজে পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক মিথ্যা বিল ভাউচারের মাধ্যমে ৫,৬২,১৩,১০১.৬৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	গুরুত্বপূর্ণ ৪টি নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন রাজবাড়ী জেলার দৌলতদিয়াস্থ মোহনপুর-দৈখাওয়া নৌপথের ড্রেজিং কাজে পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক মিথ্যা বিল বাউচারের মাধ্যমে ৫,৬২,১৩,১০১.৬৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে বর্ণিত মামলাটি রুজু করা হয়। তদন্তে দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ ৪টি নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেসরকারী ড্রেজার নিয়োগের নিমিত্তে ৪টি লটে প্রক্কায়িত দরপত্রের মাধ্যমে লট নং-২ Development of navigability by ohedging of mohanpur Daikhawa River Roate প্রকল্পের খনন কাজের কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান M/S Sel and kit Way pac joint venture সর্বমোট ২৪১১৮৬.২৫ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা সত্ত্বেও পরস্পর যোগসাজসে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহরের মাধ্যমে প্রকল্পের এমবি হিসাব নং-১৮৯ এ ৭৯৪৫৪৩.৫১ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং এর মিথ্যা হিসাব লিপিবদ্ধ করে তদনুযায়ী টিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত মিথ্যা বিল ভাউচারের মাধ্যমে (৭৯৪৫৪৩.৫১-২৪১১৮.২৫)=৫৫৩৩৫৭.২৬ ঘনমিটার মাটি খননের মূল্য বাবদ ৫,৬২,১৩,১০১.৬৫ টাকা আসামীগণ কর্তৃক আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➢

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	কোতয়ালী মডেল(কুমিল্লা) থানা মামলা নং-৪১, তাং-২০/০৭/২০১১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	রেভা হালদার, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ সোহরাব উদ্দিন খোকন, পিতা মৃত খোরশেদ, ২৯২, ডিসি রোড, ছোটরা, থানা-কোতয়ালী, জেলা-কুমিল্লা (২) জনাব বশির আহমেদ, পিতা-মৃত আইয়ুব আলী, সাং-দ্বিতীয় মুরাদপুর প্রকাশ তেলীকোনা, থানা-কোতয়ালী, কুমিল্লা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে কুয়েত ফেরত প্রবাসীর পুনর্বাসনের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে কুয়েত প্রবাসী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সুমনের পুনর্বাসনের সর্বমোট ৭৩,২৭৫/- টাকা আত্মসাত করেছেন মর্মে তদন্তে প্রমানিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।